অর্জুন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

ইন্দর সেন

প্রযোজনা/পরিবেশনা

ইউ. ডি. এম

ইউ. ডি. এম (প্রাঃ) লিমিটেড-এর প্রযোজনা ও পরিবেশনা

কাহিনী | **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা | **ইন্দর সেন**

সঙ্গীত | **আনন্দশংকর**

চিত্রগ্রহণ | **শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্পাদনা | **অরবিন্দ ভট্টাচার্য**

শিল্পনির্দেশক | সুবোধ দাস ● **রূপসজ্জাকর** | গৌর দাস ● **কর্মসচিব** | কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ● **ব্যবস্থাপক** | কাজল মিত্র ও মুরারী চট্টোপাধ্যায় ● **শব্দগ্রহণ** | অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই ● **শব্দ পুনর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ** | সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

গীতিকার—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় **কণ্ঠশিল্পী** | অনুপ ঘোষাল, পাপিয়া বাগচী ও গোপা গঙ্গোপাধ্যায় ● টেকনিসিয়ানস স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত | **ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে** আনন্দমোহন চক্রবর্তী। ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুট।

রসায়নাগারে | জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, বাদল দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপন নন্দী, কালী বসু ও শম্ভু দাস ● **আলোকসম্পাত** | প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, রামদাস কোঁহার, সুবাস ঘোষ, কাশীনাথ কোঁহার, হংসরাজ বাউরি, বন্ধু জানা, হটো জানা, মোহনবাহাদুর রাণা ও দিলীপ চক্রবর্তী। **দৃশ্যপট নির্মাণ** | চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজবর রাউত, সম্পত হরিজন, বাবুলাল মাহাতো, বেণুধর বিশওয়াল, তপেশ্বর কোঁহার, রাজারাম শর্মা, ভগবৎ শর্মা, হরেন দাস, হরিপদ পণ্ডিত, চেনা ধর ও নবদাস। **সাজসজ্জা** | বিষ্টু দাস, ● **স্থির চিত্র** | ষ্টুডিও বলাকা ● **পরিচয় লিখন** | দিগেন স্টুডিও।

প্রচার পরিকল্পনায় | স্বপন ঘোষ ● **প্রচার অংকন** | পূর্ণেন্দু পত্রী, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও এস. স্কোয়ার | **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** | সুচেতা দত্ত, কনক রায়চৌধুরী, মানব পাল, মানস মজুমদার, বিশু দত্তগুপ্ত, শ্রী ও শ্রীমতী বাসু, অমিয়া বারোট, শ্রী ও শ্রীমতী ট্যাণ্ডন এবং দাগা কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ।

প্রধান সহকারী পরিচালক | পঙ্কজ ঘোষ

সহকারী পরিচালক | সমর মুখোপাধ্যায় ও সুজিত গুপ্ত।

সহকারী সঙ্গীত পরিচালক | ওয়াই. এস. মুলকী

সহকারী চিত্রগ্রাহক | পান্তনাগ ● **সহকারী সম্পাদক** | বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ● **সহকারী শিল্পনির্দেশক** | গোপী সেন ● **সহকারী রূপসজ্জাকর** | পাঁচু দাস ● **সহকারী ব্যবস্থাপক** | পাতিরাম মণ্ডল ও অনুকূল দে ● **সহকারী সঙ্গীত গ্রাহক ও শব্দ পুনর্যোজক** | বলরাম বারুই ● **সহকারী শব্দগ্রহণ** | প্রভাত বর্মন, অরবিন্দ সেন, কাজী ও শ্যামল ● **প্রচার পরিকল্পনায় সহকারী** | মানব ব্রহ্ম।

বুকিং এজেন্ট : বঙ্গশ্রী ফিল্মস্ ফোন : ২৩৩৯১৯

গান

কথা | কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আমার গানের মালা আমি করবো কারে দান।
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান
আমার গানের মালা আমি করবো কারে দান।
চোখে মলিন কাজল রেখা
কণ্ঠে কাঁদে কুহু কেকা।
আমার গানের মালা আমি করবো কারে দান।
শাখায় ছিল কাঁটার বেদন মালায় সূচীর জ্বালা
তাই কণ্ঠে দিতে সাহস না পাই অভিশাপের মালা।
বিরহে যার প্রেমারতি আঁধার লোকের অরুন্ধতী
নাম না জানা সেই কপোতী তার তরে এই গান
আমার গানের মালা আমি করবো কারে দান।

কথা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের
মতো নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো
করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে
কারে যাচে রে॥
ওগো, নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে
আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে॥
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে
হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক—কবরী
খসিয়া খুলিছে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে, কাঁপিছে কানন
ঝিল্লির রবে—
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে॥

কথা পুলক | পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু চাই জানি না কি চাই
পাই তবু খুঁজে বেড়াই
কি পেয়ে কি হারাতে চাই।
নেই কোন নিশানা
চাই এক ঠিকানা
তবু সীমানা কিছুই জানি না
যা গড়ি ভাঙ্গি যে তাই।
শুধু চাই জানি না কি চাই.....যে তাই।
আজি আনন্দ
কাল কি হবে ?
এই জীবনটা কাল কি পাবে
কিছুতেই ভেবে না পাই
তবু ভেবে যাই।
আজি আনন্দ.....ভেবে যাই।
চোখে পড়ল সেটা
ভাল লাগে যেটা
তাই হাতে নিতে
নিজেরই হাত বাড়াই
শুধু চাই জানি না কি চাই.....যে তাই।
লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা।
কান্না ও দুঃখের নাম শুনেছি
অর্থ অনর্থের নাম সার জেনেছি
ফিরেও দেখিনা তাই
সোজা সামনে তাকাই
কান্না ও দুঃখের নাম .....শুনেছি।
কেন না যে আলো
সাদা নাকি কালো
সেই হীরা কাঁচে
দু' চোখে ধাঁধা লাগাই
শুধু চাই জানি না কি চাই.....যে তাই।
লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা.....লা
লা.....লা.....লা.....লা !

কাহিনী

আঃ বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের। তবু মানুষ কেন মরতে চায় ? এর আগেও ওরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। কোনদিন পারবেও না। আমার মৃত্যু নেই। আমি অর্জুন। একদিন রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মত দিব্য আর কেওয়াল সিংহের দল আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি। ওরা ভেবেছিল আমি ভয় পাব। আমি ভয় পাইনি। আমি তো একা নই ! আমার সংগে আছে সারা কলোনীর লোকজন। ওরাইতো আমার শক্তির উৎস। আমার স্বার্থ আর ওদের স্বার্থ এক। মানুষের মত বেঁচে থাকা। আপোষ কোরে নয়। কিন্তু দিব্য আমাদেরই একজন হোয়েও আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার হোতে চায় না। অসামাজিক জীবের মতো দিব্য পাশের ফ্যাক্টরীমালিক কেওয়াল সিংহ এর সংগে হাত মেলায়। কেওয়াল সিং চায় তার ফাক্টরীর সাম্রাজ্য বাড়াতে। টাকার লোভেও যখন কেউ জমি ছাড়তে রাজি হোল না, তখন দিব্যকে দিয়ে বাড়িগুলোয় আগুন লাগিয়ে দিল কেওয়াল সিং। রাতারাতি পাঁচিল দিয়ে জলি দখল করে নিল। আমরা কি নির্বাক দর্শক হোয়ে থাকবো ? মেনে নেব এই অন্যায় অত্যাচার ? আমরা কি দুর্বল ? না। এক ইঞ্চি জমি আমরাও ছাড়বো না। গায়ের জোরে দখল নেবো আমাদের জমির। জানি ওদের বোমা আছে, বন্দুক আছে। কিন্তু আমারাও শক্তিহীন নই। আমাদেরও আছে লাঠি, কুড়ুল, শাবল, কাটারি। আমরাও লড়াই কোরবো দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত।

...কত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে অনেক দুস্তর পথ পেরিয়ে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে আর পিছু হোটবো না। সত্যি, বেঁচে থাকাটা কতো আনন্দের ! তবুও মানুষ মরতে চায়। জানি, বেঁচে থাকার জন্যই ওরা মরতে চায়।

সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, রাজশ্রী বসু, চিন্ময় রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শোভা সেন, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, এবং স্বরূপ দত্ত।

কল্যাণী মণ্ডল, অশোক মিত্র, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কুণাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, যোগেশ সাধু, হীতেন চৌধুরী, প্রমীলা ত্রিবেদী, মাঃ রাজা, মাঃ জমিদার, বিমল দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায় মানিক রায়চৌধুরী, সুবিমল শর্মা, নব দাস, মাঃ অশোক, মধু ঘোষাল, অজিত চট্টোপাধ্যায় (ছোট), নিমাই কর, ধীমান চক্রবর্তী, অনুকূল দে, শম্ভু সেন প্রভৃতি অভিনীত।